■ ৩.১ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (University Grants Commission–UGC):

ভূমিকা (Introduction) : সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে তৎকালীন ভারত সরকার ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিটি 1945 এ প্রতিষ্ঠা করেন। চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটি প্রথমে কেন্দ্র পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যই মাত্র নিয়োজিত হয়।

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্রিটেনের ধাঁচে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (UGC) 1953 সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্য সংক্রান্ত উপদেশ দেওয়া।

UGC-র কেন্দ্রীয় কার্যালয় বর্তমানে দিল্লিতে; তবে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবার জন্য ছয়টি আঞ্চলিক অফিস করা হয়েছে। এগুলির অবস্থান—পুনে, ভূপাল, কোলকাতা, হায়দ্রাবাদ, গুয়াহাটি এবং ব্যাঙ্গালুরু।

❖ ৩.১.১ UGC-এর গঠন (Constitution of UGC) :

1953 সালের 28 শে ডিসেম্বর UGC -র প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঠিক হয় যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়সাধন, শিক্ষার মান-উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে

খোঁজ নেওয়া, সমাধান করা এবং সরকারকে এ-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ে (উচ্চশিক্ষা) উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক অনুদান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তও সরকারকে জানাবে।

1955 সালে পার্লামেন্টে একটি UGC বিষয়ক বিল পেশ করা হয়। এই বিলটি পাস হবার পরে 1956 সাল থেকে UGC আইনানুগ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই আইনে স্থির হয় কমিশনে—

- মোট সদস্য থাকবে ৯ জন।
- নয়জনের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
- দুজন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি।
- চারজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্।

এই আইনে UGC কে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থ বিলিবণ্টন।
- আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে অনুসন্ধান।
- স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান।

1966 সালে UGC আইনের পরিবর্তন করা হয় এবং সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে বাড়িয়ে ১২ জন করা হয়। বর্তমানে একজন পূর্ণ সময়ের চেয়ারম্যান ছাড়াও একজন পূর্ণসময়ের ভাইস-চেয়ারম্যান রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল ছয় বছর।

❖ ৩.১.২ UGC-র বিভাগ (Divisions of UGC) :

বর্তমানে UGC এবং CSIR যৌথভাবে NET-এর সংগঠন করে থাকে। ২০০৯-এর জুলাই থেকে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে NET বাধ্যতামূলক।

কাজেই এই NET-এর গুরুত্ব বর্তমানে বেশ বেশি। UGC-র যে বিভাগগুলি আছে তারাই CSIR-র সঙ্গে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ—

1. কলা ও সমাজবিজ্ঞান শাখা
2. বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখা
3. কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ শাখা
4. সেন্টার অফ্ এডভান্সড স্টাডিজ স্কলারশিপ এবং ফেলোসিপ প্রদান শাখা
5. মহাবিদ্যালয় পরিসংখ্যান, প্রকাশন এবং তথ্য শাখা এবং
6. গ্রীষ্মকালীন পাঠক্রম, বেতন ইত্যাদি শাখা।

উচ্চশিক্ষার মান্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে UGC-র ১৬টি স্বয়ং শাসিত সংস্থা রয়েছে। এগুলি হল—

- অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ্ টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE)
- ডিসটেন্স এডুকেশন ব্যুরো (DEB)
- ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR)
- বারকাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (BCI)
- ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (NCTE)
- রিহাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (RCI)
- মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (MCI)
- ফার্মাসিস্ট কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (PCI)
- ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল (INC)
- ডেন্টল কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (DCI)
- সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (CCI)
- সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়ান মেডিসিন (CCIM) ইত্যাদি।

2009 সালে MHRD, UGC এবং AICTE-র পরিবর্তে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংগঠন করার জন্য Higher Education and Research Bill, 2011 পেশ করা হয়। এই বিলে University Grants Commission-এর পরিবর্তে "National Commission for Higher Education and Research" নাম প্রস্তাব করেন। এই বিলে অন্য সমস্ত সংগঠনগুলিকে এর মধ্যে রাখার কথা বলা হলেও 'মেডিসিন এবং আইন' কে এর আওতার বাইরে রাখার জন্য বলা হয়। যুক্তি হিসেবে বলা হয় : "to set minimum standards for medical legal education leading to professional practice."

❖ ৩.১.৩ শিক্ষক-শিক্ষণ কমিটি (UGC) :

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আধুনিককরণের জন্য UGC একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে সাতজন সদস্য থাকবেন এবং এদের কার্যকালের মেয়াদ ২ বছর। এই কমিটির কাজ হ'ল শিক্ষায় গবেষণার ব্যবস্থা, উৎসাহপ্রদান এবং নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করা। এর জন্য 'জাতীয় বৃত্তি প্রদান', অন্যদেশের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। পরিদর্শক অধ্যাপক নিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চিন্তাভাবনা, পদ্ধতি ইত্যাদির আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

❖ ৩.১.৪ UGC-এর কার্যাবলি (Different Functions of UGC) :

উচ্চশিক্ষার পরিমাণগত এবং গুণগত মানের উন্নয়ন UGC-র একটি প্রধান কাজ। ভারতের জনসংখ্যা বিপুল, এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ। এই কাজ করার জন্য UGC যে সমস্ত বিষয়ে ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলির কিছু হল:

- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়ের দেখাশোনা করে;
- অনুদান দেবার ব্যবস্থা করে;
- নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের জন্য অনুদান দেয়;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো রক্ষার জন্য অনুদান দেয়;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন পরিকাঠামো বা পরিকাঠামো বৃদ্ধি করার জন্য অনুদান দেয়;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করে;
- পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করে;
- পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সাহায্য করে;
- রাজ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য পাঁচ বছর অনুদান দেয়;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বিভাগ তৈরি করার জন্য পাঁচ বছর অনুদান দেবার ব্যবস্থা করে;
- দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করে।
- আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে গবেষণা এবং পঠনপাঠন কার্য উন্নয়ন করতে সাহায্য করে;
- শিক্ষকদের ফেলোশিপ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রোজেক্ট দানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করে।

উপসংহার (Conclusion) : ভারতের মতো এত বড়ো দেশে উচ্চশিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। আবার গুণগত উন্নয়নের কথা না ভেবে কেবল পরিমাণ বৃদ্ধি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটানোর সম্ভাবনাই সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে UGC-র ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। তবে দীর্ঘদিনের UGC নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য নাম দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সংগত।

■ ৩.২ জাতীয় মূল্যাঙ্কন এবং প্রত্যায়ন পরিষদের (National Assessment and Accreditation Council—NAAC) :

ভূমিকা (Introduction) : জাতীয় মূল্যাঙ্কন এবং প্রত্যায়ন পরিষদ বা National Assessment and Accreditation Council বা সংক্ষেপে NAAC তৈরি হয় 1994 সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 অনুসারে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল : to "address the issues of deterioration in quality of education." NAAC-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ব্যাঙ্গালোরে। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা এবং UGC-এর অধীনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

যে মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন (MOA) স্বাক্ষরিত হয় তাতে বলা হয়েছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়ন করা NAAC-এর কাজ হবে।

NAAC-এর অবস্থান : আগেই বলা হয়েছে NAAC একটি UGC স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বয়ং শাসিত সংস্থা হিসেবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়ন করার জন্য গঠন করা হয়। NAAC-এর বর্তমান কার্যালয় (4 আগস্ট 2006) নগরভাবী, ব্যাঙ্গালোর।

❖ ৩.২.১ NAAC-এর গঠন :

NAAC-এর গঠন নিম্নরূপ :

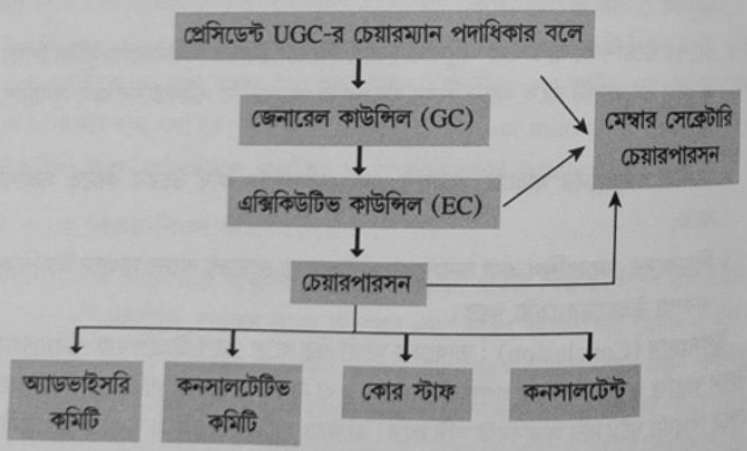

চিত্র : 1 - NAAC-এর কমিটি

❖ ৩.২.২ NAAC-এর লক্ষ্য (Vision of NAAC), উদ্দেশ্য (Mission) এবং মূল্য কাঠামো (Value Framework) :

NAAC-এর লক্ষ্য ভারতে উচ্চমানের উচ্চশিক্ষার পথ দেখানো। এর জন্য NAAC এর নির্বাচিত বিশেষ দক্ষ প্রতিনিধিরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এর পরিদর্শন, উপদেশ দান এবং মূল্যায়ন করেন।

NAAC-এর লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে : "To make quality defining element of higher education in India through a combination of self and external quality evaluation, promotion and sustenance imitiations."

ন্যাক-এর উদ্দেশ্যের (Mission) মধ্যে পাঁচটি উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

1. To arrange for periodic assessment and accorditation of institutions of higher education institutions there of, or specific academic programmes or projects.
2. To stimulated the academic environment for promotion of quality of teaching, learning and research in higher education.
3. To encourage self-evaluation, accountability, autonomy and innovations in higher education;
4. To undertake quality related research studies, consultancy and research programmes, and
5. To collaborate with other stakeholdes of higher education for quality evaluation, promotion and sustinance."

□ ন্যাক-এর মূল্য কাঠামো (Value Framework)-তে বলা হয়েছে—ভারতের উচ্চশিক্ষায় নিম্নলিখিত মূল্যবোধ বিকাশের জন্য যে বিষয়গুলির কথা বলা হয়েছে তা হল—

- জাতীয় উন্নয়নে অবদানের ব্যবস্থা;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের বিকাশ ঘটানো;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো;
- কারিগরি কৃতকৌশলের ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটানো, এবং
- উচ্চ গুণমানের অনুসন্ধান স্পৃহা বৃদ্ধি করা।

□ **জাতীয় প্রত্যয়ন নিয়ন্ত্রণ বিল** (The National Accreditation Regulatory Bill) : লোকসভায় ৩রা মে ২০১০ তে MHRD একটি বিল পেশ করে। ওই বছরেই বিলটি পাস হয়। বিলটির নাম দেওয়া হয়—

"The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutional Bill, 2010."

বর্তমানে 'ন্যাক' দ্বারা মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নতুন বিলে এই মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ওই বিলে বলা হয়েছে—

"(a) make accreditation mandatory (b) ensure that both institutions and programmes get accredited and (c) provide accreditation agencies, which shall be overseen by the National Accreditation Regulatory Authority for Higher Education."

❖ **৩.২.৩ ন্যাক-এর ত্রিস্তর পদ্ধতি** (Three stage Process of NAAC) :

মূল্যায়নের জন্য ন্যাক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানকে সাত প্রকার প্রশ্নপত্র পাঠায়। এই পদ্ধতি শেষ করার পর তিনজন সদস্যের এক অভিজ্ঞ দল প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠানো তথ্য মিলিয়ে দেখেন এবং মূল্যায়ন করেন। ন্যাক-এর ত্রিস্তরীয় পদ্ধতি হল—

1. ন্যাক-এর পদ্ধতি 'আত্ম-মূল্যায়ন রিপোর্ট' প্রস্তুত করা;
2. ওই রিপোর্ট পরিদর্শকদের কাছে উপযুক্ত ভাবে প্রদর্শন করা এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া এবং পরিদর্শকরা এরপর মূল্যায়ন করেন।
3. ওই মূল্যায়িত রিপোর্ট ন্যাকের কেন্দ্রীয় সংস্থা বিচার করেন এবং মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়ন করেন।

❑ **মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়নের পদ্ধতি** (Assessment and Accreditation System) :

যে সমস্ত দক্ষ শিক্ষাবিদ প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন করেন তাঁদের বলে 'Peer Team'। এই Peer Team-এর প্রধান হলেন Chairman, এঁকে সাহায্য করেন 'Member Coordinator' এবং আর একজন সদস্য। অনেক সময় ন্যাকের ভারপ্রাপ্ত 'অফিসার'ও থাকেন।

মোট সাতটি ক্ষেত্রে 1000 নম্বরে মূল্যায়ন হয়। প্রথমে প্রত্যেক ক্ষেত্রে গ্রেডে, তারপর গ্রেডকে পয়েন্ট গ্রেডে, তারপর মোট নম্বরে পরিবর্তন করে শেষে ওই নম্বরকে গ্রেড পয়েন্টে পরিবর্তন করা হয়। শেষ পর্যন্ত ওই গ্রেড পয়েন্টকে আবার গ্রেডে রূপান্তরিত করা হয়।

2007-এর পয়লা এপ্রিল থেকে মূল্যায়নের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। মূল্যায়ন তিনটি পরিবর্তে দুটি পর্যায়ে করা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া হয়। একে বলে "Institutional Eligibility for Quality Assessment" বা সংক্ষেপে IEQA.

মূল্যায়ন করা হয় 4-letter grade-এ। বিষয়টি পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল :

Range of institutional Cumulative Grade Point Average (CGPA)	Letter Grade	Performance Descriptor
3.01 – 4.00	A	Very Good (Accredited)
2.01 – 3.00	B	Good (Accredited)
1.51 – 2.00	C	Satisfactory (Accredited)
0 – 1.50	D	Unsatisfactory (Not Accredited)

অর্থাৎ যদি 'Letter Grade' 'A' হয় তবে খুব ভালো; 'B' হলে 'ভালো' 'C' হলে সন্তোষজনক এবং 'D' হলে প্রত্যয়ন হবে না।

❑ **ন্যাক মূল্যায়নের নির্ধারক সমূহ** (Criteria for NAAC Assessment) :

ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : বিশ্ববিদ্যালয়, স্বয়ংশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মোট নম্বর একই। যে সমস্ত নির্ধারক-এর উপর ভিত্তি করে ন্যাক-এর মূল্যায়ন করা হয় সেগুলো হল—

1. পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয় (Curriculum Aspects) এই নির্ধারকের পাঁচটি বিভাগ আছে।
2. শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন (Teaching-Learning and Evaluation) এই নির্ধারকের ছটি বিভাগ আছে।
3. গবেষণা, উপদেশক হিসেবে এবং প্রসার (Research, Consultancy and Extension)—এই বিভাগে ছটি ভাগ রয়েছে।
4. পরিকাঠামো এবং শিখনের উপকরণ (Infrastructure and Learning Resources)—এই নির্ণায়কেরও ছটি বিভাগ আছে।
5. শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং উন্নয়ন (Student Support and Progression)—এই নির্ণায়কের চারটি বিভাগ আছে।
6. পরিচালন এবং নেতৃত্বদান (Governance and leadership)—এই নির্ণায়কের ছ-টি বিভাগ রয়েছে।
7. সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা (Innovative Practices)—এই নির্ধারকের তিনটি বিভাগ আছে।

এই নির্ধারক এবং তাদের প্রত্যেকটি বিভাগের উপর নির্ভর করে মূল্যায়ন করা হয়।

❑ **মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়নের সুবিধা** (Advantages of Assessment and Accreditation) :

ন্যাক মূল্যায়নের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ—

1. ন্যাক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা হয়।

2. পরিচালক সমিতি এবং অন্যান্য অংশ যেমন– শিক্ষক, কর্মচারী ইত্যাদি জানতে পারেন দুর্বলতা, সক্রিয় এবং ভালো দিকগুলি।
3. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরের পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করার চেষ্টা করা হয়।
4. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন শিক্ষণপদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্টা করতে পারে।
5. এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করতে পারে।
6. শিক্ষার্থীরা ভালো প্রতিষ্ঠান বেছে নেবার সুযোগ পায়।
7. যে প্রতিষ্ঠানে প্রত্যয়ন হয়নি তারাও এটা করতে উৎসাহিত হয়।
8. নতুন আইন (2010) অনুসারে, মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐ কাজ করার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত হবে।

■ ৩.৩ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ পর্ষদ (National Council for Teacher Education-NCTE):

ভূমিকা (Introduction) : শ্রী অরবিন্দ শিক্ষণের তিনটি নীতির কথা বলেছেন। অরবিন্দ এই তিনটি নীতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

"The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task master, he is a helper and guide. His business is to suggest and not to impose... The second principle is that the mind hammering the child is to the shape desired by the parents or the teacher is barbarous and ignorant superstition. It is he himself who must be induced to expand in accordance with his own nature... The third principle of education is to work from the near to the far, from that which is to that which shall be... A free and natural growth is the condition of genuine development."

কিন্তু স্বাধীনতার পরে শিক্ষক-প্রশিক্ষক ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কিছুটা সফল হয়েছে কখনও হয়নি। স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণন কমিশন) মন্তব্য করেছে—"Our Secondary Education remains the weakest link is our educational machinary and needs urgent reforms." আবার শিক্ষা কমিশন (কোঠারি কমিশন) তাঁদের রিপোর্টের শুরুতেই মন্তব্য করেছেন : "The destiny of India is being shaped in her classroom."

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কিন্তু শিক্ষণ-শিক্ষণ ব্যবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে অতীত, বর্তমানে আলোচনা এবং পরিকল্পনা চলছে; ভবিষ্যতেও চলবে। 'কামন্দক নীতিশাস্ত্রে (4/22) বলা হয়েছে—

"শুশ্রূষা শ্রবণং চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহাপূহার্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং সপ্ত ধীঃ গুণা।।"

এই শ্লোকে বলা হয়েছে জ্ঞানের সাতটি স্তর, সেগুলো হল—শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, অনুসন্ধান, অর্থবিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান। শিখনের এই সাতটি স্তর শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত।

❖ ৩.৩.১ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ পর্ষদের গঠন (Establishment of NCTE) :

১৯৫০ সালে বরদায় প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের কলেজগুলির প্রথম সম্মেলন হয়। এই সমাবেশেই শিক্ষক-প্রশিক্ষণের (Teacher-Training) পরিবর্তে শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher-Education) করার কথা বলা হয়। পূর্বের B.T.-এর নাম পরিবর্তনের সুপারিশ করে B.Ed করার কথা বলা হয়।

এর পরেই সারাভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্সের ব্যবস্থা হয়। পাঠক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক পাঠক্রম এবং হাতে কলমে কাজের উপর গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়।

❖ ৩.৩.২ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ পর্ষদের উৎপত্তি (Development of National Council for Teacher-Education) :

১৯৭৩-এ NCTE একটি সরকারি উপদেষ্টা মূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করে। ১৯৯৩ সালে National Council for Teacher Education Act 1993 অনুসারে ১৯৯৫ সালে স্থায়ী ভাবে NCTE গঠন করা হয়। তবে প্রথম দিকে NCTE, NCERT-র একটি বিভাগ রূপে থাকায় শিক্ষক-শিক্ষণের নিয়ন্ত্রণ সঠিক ভাবে সম্ভব হয়নি। পরে NCTE-কে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

❑ ১৯৯৩ আইন অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে NCTE-র অবদান :

১৯৯৩-র ৭৩নং ধারা অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে দুটি নির্দেশ প্রদান করে :

(a) to achieve planned and coordinated development of teacher education in the country; and (b) to regulate and maintain norms and standards in the teacher education." এই অনুসারে NCTE-র কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- শিক্ষক-শিক্ষণের উপর সমীক্ষা করে ফল প্রকাশ করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণের উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা রাজ্য এবং অন্যান্য সংগঠনকে সুপারিশ করা।
- সংযোগসাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
- স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা এবং গাইড লাইন প্রদান করা।

- শিক্ষক-শিক্ষণের পদ্ধতি, পাঠক্রম, মান ইত্যাদি নির্ধারণ করা।
- কোন্ ধরনের পাঠক্রম কোন্ কোন্ কোর্সে প্রয়োজন তা ঠিক করা।
- কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে নতুন বিষয়/প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরিকাঠামো গঠন এবং নির্দেশনামূলক শিক্ষাদানের সুযোগসুবিধা, কর্মচারীদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্পর্কে নীতি তৈরি করে।
- শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষণা করা, ফলপ্রকাশ এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণের শেষে পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি ঠিক করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন স্তরের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা পর্যালোচনা করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণে বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা।
- কর্মরত শিক্ষকদের কম সময়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

❖ ৩.৩.৩ NCTE-র সংগঠন (Structure of NCTE) :

NCTE -র কেন্দ্রীয় কার্যালয় নতুন দিল্লিতে। এখান থেকেই অন্য কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্য যে চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে তা হল : ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর এবং জয়পুর।

কাউন্সিল :

NCTE সেকশন 'তিন' অনুসারে 'The National Council for Teacher-Education' তৈরি হয়। এটিই NCTE-র সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেবার সংস্থা। এখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রেগুলেশন প্রস্তুত, সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় দপ্তর নিয়ন্ত্রিত হয় একজন চেয়ারম্যান দ্বারা, তাঁকে সাহায্য করেন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন চেম্বার সেক্রেটারি এবং অন্যান্য অফিসার এবং কর্মীবৃন্দ।

❖ ৩.৩.৪ NCTE-র উদ্দেশ্য (Aims of NCTE) :

NCTE-র বক্তব্য অনুসারে—

"The main objective of NCTE is to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, The regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith."

NCTE উপরিউক্ত বক্তব্য অনুসারে উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ—

1. শিক্ষক-শিক্ষণ, প্রাক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষাকার্য চলাকালীন প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে উপদেশ দেওয়া।
2. কাউন্সিলকে যে সমস্ত বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেসমস্ত বিষয়ে রাজ্যকে অবহিত করা।
3. শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
4. সরকারকে শিক্ষক-শিক্ষণের মান সম্পর্কে সময়মতো উপদেশ দেওয়া।
5. ভারত সরকারের নির্দেশিত এই প্রেক্ষিতে অন্য যেকোনো বিষয় কাউন্সিলকে অবহিত করা।

এই প্রসঙ্গে NCTE-র বক্তব্য হল : "The mandate given to the NCTE is very broad and covers the whole gamut of teacher education programmes including research and training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages of schools, and non-formal education, part-time education, adult education and distance education courses."

❑ NCTE-র শিক্ষামূলক পরিকল্পনা :

NCTE প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষার নর্ম, মান এবং নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে তাঁদের NCTE-র মান্যতা প্রাপ্ত হতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন এবং মান্যতা প্রদানের জন্য NCTE কে সুপারিশ করবে। বর্তমানে NCTE মোট তেরোটি পাঠ্যবিষয়ের জন্য অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছে এবং প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কিত। ১৯৯৮ সালে NCTE যে 'Curriculum Framework for Quality Teacher-Education' প্রকাশ করে, এতে বলা হয়—

- an indigenous system of teacher education is involved based on India's cultural ethics, its utility and diversity synchronising with change and continuity.
- to facilitate the realisation of the constitutional goals and emergence of social order.
- to prepare professionally competent teachers to perform their roles effectively as per needs of the society and match with the school education programmes.
- to upgrade the standard of teacher education, enhance the professional and social status of teachers and develop in them a sense of commitment.

- শিক্ষক-শিক্ষণের পদ্ধতি, পাঠক্রম, মান ইত্যাদি নির্ধারণ করা।
- কোন্ ধরনের পাঠক্রম কোন্ কোন্ কোর্সে প্রয়োজন তা ঠিক করা।
- কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে নতুন বিষয়/প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরিষদ গঠন এবং নির্দেশনামূলক শিক্ষাদানের সুযোগসুবিধা, কর্মচারীদের যোগ্যতা, ইত্যাদি প্রভৃতি সম্পর্কে নীতি তৈরি করে।
- শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষণা করা, ফলপ্রকাশ এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ক
- শিক্ষক-শিক্ষণের শেষে পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি ঠিক করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা ক
- বিভিন্ন স্তরের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা পর্যালোচনা করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণে বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা।
- কর্মরত শিক্ষকদের কম সময়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

❖ ৩.৩.৩ NCTE-র সংগঠন (Structure of NCTE) :

NCTE -র কেন্দ্রীয় কার্যালয় নতুন দিল্লিতে। এখান থেকেই অন্য কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্য যে চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে তা হল : ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর এবং জয়পুর।

কাউন্সিল :

NCTE সেকশন 'তিন' অনুসারে 'The National Council for Teacher-Education' তৈরি হয়। এটিই NCTE-র সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেবার সংস্থা। এখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রেগুলেশন প্রস্তুত, সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় দপ্তর নিয়ন্ত্রিত হয় একজন চেয়ারম্যান দ্বারা, তাঁকে সাহায্য করে ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন চেম্বার সেক্রেটারি এবং অন্যান্য অফিসার এবং কর্মীবৃন্দ।

❖ ৩.৩.৪ NCTE-র উদ্দেশ্য (Aims of NCTE) :

NCTE-র বক্তব্য অনুসারে—

"The main objective of NCTE is to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, The regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith."

NCTE উপরিউক্ত বক্তব্য অনুসারে উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ—

1. শিক্ষক-শিক্ষণ, প্রাক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষাকার্য চলাকালীন প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে উপদেশ দেওয়া।
2. কাউন্সিলকে যে সমস্ত বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেসমস্ত বিষয়ে রাজ্যকে অবহিত করা।
3. শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
4. সরকারকে শিক্ষক-শিক্ষণের মান সম্পর্কে সময়মতো উপদেশ দেওয়া।
5. ভারত সরকারের নির্দেশিত এই প্রেক্ষিতে অন্য যেকোনো বিষয় কাউন্সিলকে অবহিত করা।

এই প্রসঙ্গে NCTE-র বক্তব্য হল : "The mandate given to the NCTE is very broad and covers the whole gamut of teacher education programmes including research and training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages of schools, and non-formal education, part-time education, adult education and distance education courses."

❑ NCTE-র শিক্ষামূলক পরিকল্পনা :

NCTE প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষার নর্ম, মান এবং নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে তাঁদের NCTE-র মান্যতা প্রাপ্ত হতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন এবং মান্যতা প্রদানের জন্য NCTE কে সুপারিশ করবে। বর্তমানে NCTE মোট তেরোটি পাঠ্যবিষয়ের জন্য অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছে এবং প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কিত। ১৯৯৮ সালে NCTE যে 'Curriculum Framework for Quality Teacher-Education' প্রকাশ করে, এতে বলা হয়—

- an indigenous system of teacher education is involved based on India's cultural ethics, its utility and diversity synchronising with change and continuity.
- to facilitate the realisation of the constitutional goals and emergence of social order.
- to prepare professionally competent teachers to perform their roles effectively as per needs of the society and match with the school education programmes.
- to upgrade the standard of teacher education, enhance the professional and social status of teachers and develop in them a sense of commitment.

এর জন্য যেসমস্ত স্তরের পাঠক্রম প্রস্তুত করা এবং অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি হল—

1. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
2. এলিমেন্টারি, (I থেকে VIII পর্যন্ত) স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই স্তরে যেসমস্ত উপস্তরগুলি আছে তা হল—
   - প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ। এই স্তর I থেকে V পর্যন্ত
   - এলিমেন্টারি স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ। এই স্তর I থেকে VIII পর্যন্ত।
   - উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ। এইস্তর VI থেকে VIII পর্যন্ত।

   এক্ষেত্রে প্রথমের দুটি পাঠক্রম দু বছরের জন্য এবং এর পরিচালনা করবে DIET-এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ।
3. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ—

   NCTE নির্দেশিত এই পাঠক্রমটি এক বছরের। এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ B.Ed, B.Ed (Elementary) এবং B.Ed (Special Education)। ভার্মা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে এই পাঠক্রমটি 2 বছরের করার সুপারিশ করা হয়েছে।
4. উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ।
5. স্নাতকোত্তর স্তরের M.Ed.
6. পাঠ্যবিষয় অনুসারে B.Ed পাঠক্রম
7. স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত B.P.Ed এবং M.P.Ed.

❖ ৩.৩.৫ NCTE-র ভবিষ্যত পরিকল্পনা (Future plans of NCTE) :

NCTE-র যেসমস্ত পরিকল্পনা আছে তার কিছু হল—

- সারা ভারতে দু বছরের পাঠক্রম তৈরি করা;
- দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বন্ধ করা;
- শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমের নতুন ভাবে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিরূপণ করা;
- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষক-শিক্ষণের বুলেটিন ব্যবস্থা করা।

❖ ৩.৩.৬ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রম-২০০৯ (National Curriculum Framework of Teacher Education-2009) :

NCTE -র বক্তব্য অনুসারে : জাতীয় শিক্ষা পাঠক্রম ২০০৫ (NCF-2005)-এর পর NCTE-র প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম প্রস্তুত হয়। এই পাঠক্রমের প্রধান প্রধান অংশগুলি হল—

- পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতা
- কাঠামোর নমনীয়তা
- প্রাসঙ্গিকতার নমনীয়তা
- ধারাবাহিক শিক্ষার নমনীয়তা
- গতিময়তার নমনীয়তা
- শিক্ষক-শিক্ষণের বিভিন্ন সম্পর্ক
- শিক্ষাকে একটি ডিসিপ্লিন হিসেবে গ্রহণ করা
- বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রম
- সেমিস্টার পদ্ধতি
- মূল্যায়ন
- শিক্ষক-শিক্ষণের পরীক্ষা, গবেষণা এবং উন্নয়ন।

পাঠক্রম প্রস্তুতির এই প্রচেষ্টায় সমস্ত স্তরের পাঠক্রমের পরিকাঠামো প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বস্তুত NCTE-র গঠন ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অবদান।

❖ ৩.৪ শিক্ষা পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University of Educational Planning and Administration–NUEPA) :

ভূমিকা (Introduction) : NUEPA ভারত সরকারের Ministry of Human Resource Development দ্বারা গঠিত। NUEPA শুধু সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি South Asia- তে বিস্তৃত। এর কাজ হল M. Phil, Ph.D Research এবং শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী নতুন Strategy গ্রহণ করা হবে, নতুন কী পরিকল্পনা করতে হবে এই সমস্ত শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

❑ উদ্দেশ্য :

(i) Educational planning and administration - এ সাহায্য করে।
(ii) M.Phil, Ph.D. Post Doctoral degree ইত্যাদি Course করানো।
(iii) Trainning দেওয়া।

❑ Historical Development :

NUEPA নামটি নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে। প্রথমে UNESCO ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠা করে ASIAN REGIONAL CENTER OF EDUCATIONAL PLANNING AND ADMINSTRATIVE SUPERVISOR (ARCEPAS)। এই নামে কিছু দিন কাজ করার পর Ministry of Human Resource Development-এর নাম পরিবর্তন করে ১৯৬৫ সালে নতুন নামকরণ করে Asian Institute of Educational

এর জন্য যেসমস্ত স্তরের পাঠক্রম প্রস্তুত করা এবং অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়ে সেগুলি হল—

1. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
2. এলিমেন্টারি, (I থেকে VIII পর্যন্ত) স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর। এ স্তরে যেসমস্ত উপস্তরগুলি আছে তা হল—
   - ➢ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ। এই স্তর I থেকে V পর্যন্ত
   - ➢ এলিমেন্টারি স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ। এই স্তর I থেকে VIII পর্যন্ত।
   - ➢ উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ। এইস্তর VI থেকে VIII পর্যন্ত।

   এক্ষেত্রে প্রথমের দুটি পাঠক্রম দু বছরের জন্য এবং এর পরিচালনা করবে DIET-এ মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ।
3. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ—
   NCTE নির্দেশিত এই পাঠক্রমটি এক বছরের। এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ B.Ed B.Ed (Elementary) এবং B.Ed (Special Education)। ভার্মা কমিশনের রিপো অনুসারে এই পাঠক্রমটি 2 বছরের করার সুপারিশ করা হয়েছে।
4. উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ।
5. স্নাতকোত্তর স্তরের M.Ed.
6. পাঠ্যবিষয় অনুসারে B.Ed পাঠক্রম
7. স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত B.P.Ed এবং M.P.Ed.

❖ **৩.৩.৫ NCTE-র ভবিষ্যত পরিকল্পনা** (Future plans of NCTE) :

NCTE-র যেসমস্ত পরিকল্পনা আছে তার কিছু হল—

- ➢ সারা ভারতে দু বছরের পাঠক্রম তৈরি করা;
- ➢ দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বন্ধ করা;
- ➢ শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমের নতুন ভাবে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিরূপণ করা;
- ➢ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ➢ শিক্ষক-শিক্ষণের বুলেটিন ব্যবস্থা করা।

❖ **৩.৩.৬ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রম-২০০৯** (National Curriculum Framework of Teacher Education-2009) :

NCTE -র বক্তব্য অনুসারে : জাতীয় শিক্ষা পাঠক্রম ২০০৫ (NCF-2005)-এর পর NCTE-র প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম প্রস্তুত হয়। এই পাঠক্রমের প্রধান প্রধান অংশগুলি হল—

- ➢ পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতা
- ➢ কাঠামোর নমনীয়তা
- ➢ প্রাসঙ্গিকতার নমনীয়তা
- ➢ ধারাবাহিক শিক্ষার নমনীয়তা
- ➢ গতিময়তার নমনীয়তা
- ➢ শিক্ষক-শিক্ষণের বিভিন্ন সম্পর্ক
- ➢ শিক্ষাকে একটি ডিসিপ্লিন হিসেবে গ্রহণ করা
- ➢ বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রম
- ➢ সেমিস্টার পদ্ধতি
- ➢ মূল্যায়ন
- ➢ শিক্ষক-শিক্ষণের পরীক্ষা, গবেষণা এবং উন্নয়ন।

পাঠক্রম প্রস্তুতির এই প্রচেষ্টায় সমস্ত স্তরের পাঠক্রমের পরিকাঠামো প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বস্তুত NCTE-র গঠন ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অবদান।

❖ **৩.৪ শিক্ষা পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়** (National University of Educational Planning and Administration–NUEPA) :

ভূমিকা (Introduction) : NUEPA ভারত সরকারের Ministry of Human Resource Development দ্বারা গঠিত। NUEPA শুধু সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি South Asia- তে বিস্তৃত। এর কাজ হল M. Phil, Ph.D Research এবং শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী নতুন Strategy গ্রহণ করা হবে, নতুন কী পরিকল্পনা করতে হবে এই সমস্ত শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

❑ **উদ্দেশ্য :**

(i) Educational planning and administration - এ সাহায্য করে।
(ii) M.Phil, Ph.D. Post Doctoral degree ইত্যাদি Course করানো।
(iii) Trainning দেওয়া।

❑ **Historical Development :**

NUEPA নামটি নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে। প্রথমে UNESCO ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠা করে ASIAN REGIONAL CENTER OF EDUCATIONAL PLANNING AND ADMINSTRATIVE SUPERVISOR (ARCEPAS)। এই নামে কিছু দিন কাজ করার পর Ministry of Human Resource Development-এর নাম পরিবর্তন করে ১৯৬৫ সালে নতুন নামকরণ করে Asian Institute of Educational

Planning and Adminstrator (AIEPA)। সুনামের সঙ্গে এই সংস্থায় চার বছর কাজ করার পর ভারত সরকার ১৯৭৩ সালে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখে National Staff College of Educational Planning and Administrator (NSCEPA)। ১৯৭৯ সালে Ministry of Human Resource-এর নাম পরিবর্তন করে রাখে National Institute of Educational Planning Administration (NIEPA)। এই সংস্থাটি শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক কাজে ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলে ২০০৬ সালে Ministry of Human Resource Development এই সংস্থাটির নতুন নামকরণ করে National University of Educational Planning Adminstration (NUEPA)-এটি সম্পূর্ণ ভারত সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

1962 – Asian Regional Center of Educational Planning and Administrative Supervisor. (ARCEPAS)

1965 – Asian Institute of Educational Planning and Adsministrator (AIEPA)

1973 – National Staff College of Educational Planning and Administrator (NSCEPA)

1979 – National Institute of Educational Planning and Adminstrator (NIEPA)

2006 – National University of Educational Planning and Administration (NUEPA)

NUEPA -র Library অত্যন্ত উন্নতমানের। সরকারি শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, বই, নথিপত্র এখানে সংরক্ষিত আছে।

❑ NUEPA-র মধ্যে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল—

(i) Department of Educational Policy
(ii) Department of Educational Planning.
(iii) Department of Educational Administration.
(iv) Department of School and Non-formal Education.
(v) Department of Educational Finance.
(vi) Department of Comparative Education and International Cooperative Education.
(vii) Department of Higher and Professional Education.
(viii) Department of Inclusive Education.
(ix) Department of Educational Management and Information System.
(x) Department of Foundation Education.

♦ ৩.৪.১ NUEPA-র কাজ (Function of NUEPA) :

NUEPA-র কাজ হল UGC, NCERT এবং SCERT-কে সমস্তরকম আর্থিক সাহায্য প্রদান করা থেকে শুরু করে শিক্ষায় যাতে গবেষণাধর্মী কাজের উন্নয়ন হয় তার ব্যবস্থা করা। এছাড়াও NUEPA শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজগুলি করে থাকে সেগুলি হল—

(i) **Pre-service এবং In-service Trainning দেওয়া :** Educational Planner এবং Educatorদের pre-service এবং In-service Trainning দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(ii) শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তিরা Educational Planner ও Administrator – তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও Workshop-এর ব্যবস্থা করা।

(iii) শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব গবেষণামূলক কাজ সংগঠিত হচ্ছে বা গবেষণা হচ্ছে তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

(iv) শিক্ষার পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিলে NUEPA সেই সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।

(v) **Guidance :** Educational Planning এবং Administration-এর সঙ্গে জড়িত agency গুলিকে নানাভাবে guide করে থাকে। দেশ বিদেশে অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে পরামর্শ দান করে থাকে।

(vi) **Linkage :** বিভিন্ন Educational Body-র মধ্যে সমন্বয়সাধন করে থাকে— State ও Regional level -এর ক্ষেত্রে।

(vii) **Workshop :** বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক long term and short term seminar. workshop conference ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(viii) শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিকল্পনা ও idea গুলি NUEPA বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

(ix) সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে innovation হয় বা নতুন নতুন বিষয়গুলি যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে তার জন্য NUEPA শিক্ষক ও ছাত্রদের Advance Knowledge Providing -এর ব্যবস্থা করে।

(x) University ও College-এর ক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত তাদের জন্য Refresher ও Orientation-এর ব্যবস্থা করা।

(xi) **প্রকাশনা :** NUEPA প্রশাসনিক ক্ষেত্রের নানা Book ও Journal Survey Study. Research Report ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

(xii) শিক্ষাগত পরিকল্পনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু হল। NUEPA সবাইকে জানানোর জন্য Extension Programme-এর ব্যবস্থা করে থাকে।

(xiii) বিভিন্ন দেশের Educational planning administration এর যে সব Innovate practice হয় তা সম্বন্ধে জানার জন্য constant communication বজায় রাখে এবং আমাদের দেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে।

(xiv) ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশের Educational Planning এবং Administration-এর তুলনামূলক আলোচনা করে।

(xv) দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত Educational Planning এবং Administration-এর বিষয় নিয়ে Review (পর্যালোচনা) করে।

(xvi) NUEPA ৬ (Six) মাসে ২টো Diploma course পরিচালনা করে (In planning and administration)। এই course -এ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তর থেকে Planning Administration field -এর বিভিন্ন ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করে থাকে। বছরে প্রায় ১৫০০০ ব্যক্তি এই Diploma course -এ অংশগ্রহণ করে থাকে।

(xvii) প্রতি বছর ৪৮টি Programme পরিচালনা করে থাকে। Long term ও Short term Tranning Programme আছে।

(xviii) শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তিরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের নামে পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

(xvix) কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের যেসব Top level -এর শিক্ষা আইন প্রণেতা আছেন তাঁদের জন্য seminer ও orientation -এর ব্যবস্থা করে।

(xx) শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন বিভিন্ন দিকের সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা গবেষণা করে থাকেন তাঁদের সাহায্য করে এবং সমন্বয়সাধন করে। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের Technical Programme সম্পর্কে তুলনা করে।

(xxi) বিভিন্ন আলোচনা চক্র, কর্মশালা ও গবেষণামূলক কাজের Report NUEPA প্রকাশ করে থাকে।

(xxii) রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসনিকদের NUEPA নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

(xxiii) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে Fellowship, Scholarship এবং Delitt ইত্যাদি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে।

(xxiv) সমাজের যাতে উন্নয়ন হয় তার জন্য নানা Survey Extension Programme ও নানা কার্যাবলির ব্যবস্থা করে থাকেন।

উপরোক্ত বিভিন্ন কার্যাবলী NUEPA শিক্ষাক্ষেত্রে করে থাকে।

৩.৫ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (National Council for Educational Research and Training–NCERT) :

কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রদেশের সরকারকে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সাহায্য করার জন্য এবং উপদেশ দেবার জন্য ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর National Council for Education Research and Training (NCERT) গঠন করা হয়। এর আগে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে All India Council for Secondary Education গঠন করা হয়েছিল। অতঃপর Directorate of Extensive Programme for Secondary Education (DEPSE) নামে আরও একটি বিভাগও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যত NCERT-এর আগে কোনো সংস্থাই মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে তেমনভাবে কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় এবং প্রশিক্ষণ সংস্থা হিসেবে ও অন্যান্য দিকে এই সংস্থার ভূমিকা আজ অপরিহার্য।

❖ ৩.৫.১ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Formation of NCERT) :

(ক) সমগ্র ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করা।

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করা ও গবেষণালব্ধ ফলের প্রয়োগ করা।

(গ) বিভিন্ন শিক্ষণপদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে তার প্রয়োগ করা।

(ঘ) আন্তর্জাতিক স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা ও ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষাকে সাযুজ্যপূর্ণ রাখা।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সহায়তা করা।

❑ গঠন (Structure) :

NCERT-র সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন মাননীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী। এছাড়া এই সভার (সাধারণ সভা) সদস্য—

- সকল প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী
- মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের শিক্ষা বিভাগীয় সচিব
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি
- কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (CBSE) প্রধান
- ভারতের মুখ্য চারটি অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন উপাচার্য
- কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আধিকারিক
- জাতীয় পরিকল্পনা (National Planning Commission)-এর সব সদস্য
- কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন সংস্থার সভাপতি

> কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের অধিকর্তা

> কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত ৬ জন সদস্য (৪জন শিক্ষক)

> সরকার নির্বাচিত একজন সম্পাদক (Secretary)

> সাধারণ সভার একজন মনোনীত অধিকর্তা, সাধারণ সভা ছাড়াও আছে পরিচালক সমিতি (Executive Body)। এই কমিটির সদস্যরা হলেন—

★ মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী (সভাপতি)

★ মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী (সহ-সভাপতি)

★ সাধারণ সমিতির অধিকর্তা

★ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি

★ বিদ্যালয় শিক্ষায় উৎসাহী চারজন (দু'জন শিক্ষক)

★ অর্থ মন্ত্রকের একজন সদস্য

★ NCERT-র সম্পাদক (Secretary)

★ সাধারণ সমিতির তিনজন সদস্য

★ একজন সহকারী অধিকর্তা

❑ **যেসব সংস্থার সাহায্যে NCERT কার্যাবলি পরিচালনা করে—**

■ ৫টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (Regional Institute of Education) (ভূপাল, আজমির, মহিশূর, ভুবনেশ্বর, শিলং)

■ National Institute of Education (NIE)-এই সংস্থাটি NCERT-র পরিচালক সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এর কয়েকটি উপ-বিভাগ আছে যেগুলি বিশেষ ধরনের কাজ পরিচালনা করে।

> মনোবিজ্ঞান বিভাগ (Department of Psychology)

> বিজ্ঞান ও গণিত বিভাগ (Department of Science and Mathematics)

> বুনিয়াদি ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ (Basic and Elementary Education)

> প্রকাশন বিভাগ (Department of Publication)

> শিক্ষাপ্রশাসন, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণপদ্ধতি ও পুস্তক বিভাগ (Department of Administration, Curriculum, method and Text book)

> শ্রবণ-দর্শন উপকরণ বিভাগ (Institute of Audio-Visual aids)

■ দিল্লিতে অবস্থিত Central Institute of Educational Technology

■ ভূপালের Pandit Sundarlal Sharma of Central Institute of Vocational Education.

❑ **পরিচালক সমিতি ছটি উপসমিতির মাধ্যমে কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে—**

১। অর্থ উপ-সমিতি (Finance Sub-Committee)

২। ব্যবস্থাপক উপ-সমিতি (Establishment Sub-Committee)

৩। গবেষণামূলক উপ-সমিতি (Educational Research Sub-Committee)

৪। গৃহনির্মাণ উপ-সমিতি (Building Sub-Committee)

৫। অনুষ্ঠানসূচি সহায়ক উপ-সমিতি (Programme Advisory Sub-Committee)

৬। আঞ্চলিক শিক্ষাবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় উপ-সমিতি (Regional College Sub-Committee)

ভারতের পাঁচটি শহরে এই সংস্থার অধীনে ৫টি Regional Institute Education গঠিত হয়েছে। যেমন—ভূপাল, আজমির, মহিশূর, ভুবনেশ্বর ও শিলং। এই প্রতিষ্ঠানগুলিও বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করে, প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করে।

উপরিউক্ত স্থায়ী সংস্থাগুলি ছাড়াও NCERT, ১৭টি প্রদেশে প্রাদেশিক অফিস স্থাপন করেছে। এই প্রাদেশিক অফিসগুলি আবার রাজ্যগুলিকে বিদ্যালয় শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করে থাকে।

❖ **৩.৫.২ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ গঠনের কার্যাবলি (Functions of NCERT) :**

> জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি, বিদ্যালয় শিক্ষায় রাজ্যগুলি তথা সমগ্র দেশের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর NCERT জাতীয় সমীক্ষা (All India Education Survey) প্রকাশ করে। এই সমীক্ষার রিপোর্ট যেমন সরকারকে সাহায্য করে তেমনই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গবেষক, শিক্ষকদেরও সহায়তা করে।

> জাতীয় শিক্ষামূলক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (NCERT) বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে, যেগুলি বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়।

> শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে, মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করে সংস্থা গবেষণাভিত্তিক কাজ করে এবং এই গবেষণালব্ধ ফল ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করে বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করা প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

> শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থাও করে NCERT। উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার পর ৪ বছরের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই সংস্থায়। আবার স্নাতকোত্তর স্তরের পর ১ বছরের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে।

> জাতীয় শিক্ষামূলক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা বিশেষজ্ঞ কমিটির সাহায্যে সারা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করে এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রাদেশিক সরকার ও বোর্ড সেই পাঠক্রমের নির্দেশ মেনে চলে।

- NCERT শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্যও পাঠক্রম প্রস্তুত করে ও বিবিধ নির্দেশ দান করে।
- NCERT কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে থাকে।
- বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি যেমন শিক্ষক-শিক্ষণ, অনগ্রসরদের শিক্ষা, নবীনীকরণ, মূল্যায়ন, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাপ্রশাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠান গবেষণায় উৎসাহ দান করে ও গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করে।
- Primary Teacher, Journal of Indian Education, School Science, Indian Education Review, Bharatiya Adhunik Siksha ইত্যাদি নামে প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি উচ্চমানের জার্নাল প্রকাশ করে। এছাড়াও প্রকাশ করে নির্দেশ ও বুলেটিন।
- এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় মেধা অন্বেষণ (National Talent Search), জওহরলাল নেহরু জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ইত্যাদিরও আয়োজন করে।

যদিও সমগ্র ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়ন NCERT-এর মুখ্য কাজ তবুও এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার সর্বস্তরে মান উন্নয়নে পরোক্ষভাবে কাজ করে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে (১৯৮৬) রিপোর্ট রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছিল NCERT। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিটি এবং সরকারকে এই জাতীয় ক্ষেত্রে NCERT তথ্য প্রদান করে সাহায্য করেছে।

■ ৩.৬ ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড স্টাডিস ইন এডুকেশন (Institute of Advanced Studies in Education–IASE) :

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের চাকরি পূর্ব (Pre-Service) এবং চাকুরিকালীন (In-Service) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার কেন্দ্র (Centres of excellence) হল Institute of Advanced Studies in Education (I.A.S.E)। এটি হল এমন এক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষক-প্রশিক্ষকের (Teacher Educators) ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, আরও কোন কার্যকরি শিক্ষক উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্যনীতি (State Policy) প্রস্তুত করা এবং উচ্চগুণ সম্পন্ন গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এগুলি অগ্রণী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া M.Ed, M.Phil. Ph.D কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। আবার শিক্ষক-শিক্ষার জন্য নতুন ধরনের কর্মসূচি, যেমন—4 Year Integrated B.El.Ed কোর্স ইত্যাদি সূচনা করে। শিক্ষক-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি Centrally Sponsored Scheme of Teacher's Education, 2012 অনুসারে আঞ্চলিক সম্পদকেন্দ্র (Regional Resource Centres)-এর দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে ভারতবর্ষে মোট ২৯টি IASE রয়েছে।

◆ ৩.৬.১ কার্যাবলি (Functions) :

শিক্ষক-শিক্ষার ক্ষেত্রে IASE বিভিন্ন ধরনের এবং বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে। যেসকল কার্যাবলির মাধ্যমে IASE তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে তা হল—

১। উপযুক্ত দক্ষতা, অনুভূতি, সমানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষক (Teacher-Educators) তৈরি করা।

২। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উন্নয়ন, সেগুলির সংরক্ষণ, বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সম্পদ কেন্দ্র (Regional Resource Centre) হিসেবে কাজ করা।

৩। শিক্ষার উপর গবেষণা করা। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের সময় যেসকল বিষয়গুলি, যেমন—(Equity), অন্তর্ভুক্তি, (Inclusion), লুক্কায়িত বা গুপ্ত পাঠক্রম (Hidden Curriculum), শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning) ইত্যাদির ওপর গবেষণা করা।

৪। CTE, DIET, এবং অন্যান্য কলেজগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং সংযোগের কাজ করা।

৫। NCFTE ও NCF-এর আদেশে নতুন সুসংহত কোর্স (Integrated Course) এবং স্নাতকোত্তর কার্যক্রম (Post Graduate Programmes) তৈরিতে ও সূচনায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করা।

তবে বর্তমানে Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education, 2012-এর প্রভাব অনুসারে IASE-কে আরও অনেক দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। এগুলি হল—

- শিক্ষক-প্রশিক্ষক (Teacher Educator) প্রস্তুত করার জন্য M.Ed. কোর্স-এর আয়োজন করা।
- প্রধানত DIET-এর শিক্ষকদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- CTE-এর শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের জন্য স্বল্প সময়ের কোর্স চালু করা।
- শিক্ষক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের জন্য সম্পদবস্তু (Resource Material) প্রস্তুত করা।
- উচ্চমানের ও উচ্চস্তরীয় ভিত্তিমূলক (Fundamental) ও ব্যবহারিক (Applied) গবেষণা ও পরীক্ষা—শিক্ষাক্ষেত্রে আয়োজন ও চালনা করা।
- M.Phil ও Ph.D পঠনপাঠন চালু করে শিক্ষকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও সুবিধা প্রদান করা

এছাড়া পাঠক্রম চর্চা, পেডাগগি চর্চা এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত করার জন্য একক বা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে—পাঠক্রম রচনা ও বিষয়বস্তুগত উপকরণ প্রস্তুত করা, শিক্ষাগত পরিকল্পনা রচনা ও প্রশাসন পরিচালনা করা, শিক্ষাগত প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য একক (Module) প্রস্তুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

IASE আঞ্চলিক সম্পদ কেন্দ্র (Regional Resource Centre) হিসেবে কাজ করবে।

Centrally Sponsored Scheme of Teacher-Education, 2012 অনুসারে IASE সম্পর্কে আরও যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তা হল—

১। নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা রচনা, উচ্চগুণ সম্পন্ন গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রাজ্যে IASE অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

২। IASE এবং SCERT একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। যে রাজ্যে এদের বেশি IASE রয়েছে সেখানে IASE গুলি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

৩। IASE শিক্ষক-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির (বিশেষত্ব CTE এবং DIET) কার্যকল্পনা সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র প্রস্তুত করবে এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও শিক্ষকদের আঞ্চলিক চাহিদার সাপেক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ পরিচালনা করবে।

৪। শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নই হল IASE-এ প্রধান কাজ। তাই পরিকল্পনা রচনার সময় বিভিন্ন বিষয়, যেমন—পাঠক্রম ও Pedagogy বিষয় বা দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কম্পিউটারের মতো ICT যন্ত্রের ব্যবহার, জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে Internet এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করার দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সকল কার্যকরী প্রকল্প এবং সদর্থক ব্যবস্থাগুলিকে ধরে রাখার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সেগুলির উপস্থাপন করা এবং পারস্পরিক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা IASE-কে করতে হবে।

৫। বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাবিধ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবে IASE। শুধুমাত্র প্রারম্ভিক বা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই নয়, শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গবেষণার আয়োজন করবে IASE।

৬। যেহেতু IASE-র ভূমিকা শুধুমাত্র শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষাগত প্রশাসকদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে, তাই IASE আর শুধু মাত্র শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (Education Management Institution) হিসেবেও পরিগণিত হবে।

Ambala, Haryana

■ ৩.৭ শিক্ষক-শিক্ষার কলেজ (College of Teacher Education–CTE) :

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (NPE 1986) এবং Programme of Action (POA-1992)-এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষার কলেজ (College of Teacher-Education-CTE) প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন এবং চাকুরিপূর্ব অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করে CTE। এছাড়াও গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কাজ পরিচালনা করা, বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা, বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করার মতো দায়িত্ব পালন করে CTE। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে (RMSA)-এর পরিপ্রেক্ষিতে CTE-এর ভূমিকা শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের দক্ষতার গুণগত এবং পরিমাণগত বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে তাই CTE-র লক্ষ্য হল—"Not only expand quantity and quality of secondary school teachers but also reivent themselves to proactively integrate with the larger state teacher education system." Centrally sponsored scheme of Teacher Education, 2012.

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত Report of the Joint Review Mission on Teacher Education অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি CTE রয়েছে, যেখানে ৬০ জন Teacher-Educator রয়েছেন।

❖ ৩.৭.১ CTE-এর কার্যাবলি (Functions of CTE) :

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে CTE যে কাজগুলি করে তা হল—

১। মাধ্যমিক স্তরের (Secondary Level) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান এবং শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা।

২। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রাখা এবং প্রতিবার্তা (Feedback) প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা।

৩। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ঘটানো এবং পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল উচ্চস্তরীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করা।

৪। অন্যান্য CTE, IASE ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্য সকল কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫। চাকুরিপূর্ব শিক্ষক-শিক্ষার কার্যক্রম পরিমার্জন ও পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৬। ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম (Orientation Programmes) এবং সম্পদশালী ব্যক্তি (Resource Person) প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে RMSA সহায়তা করা।

৭। মাতৃভাষায় মাধ্যমিক স্তরের জন্য হস্ত পুস্তক (Hand book), সহায়তা পুস্তিকা (Supplementary Readings), কর্মশালা (Work shop) প্রভৃতি শিক্ষকদের জন্য প্রস্তুত করা।

উপরোক্তর কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education, 2012 অনুসারে CTE কে আরও বর্ধিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এগুলি হল—

১। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য চাকুরিপূর্ব এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যা এতকাল CTE করে চলছিল।

২। প্রশিক্ষণ চাহিদা বিশ্লেষণ (Training Need Analysis) এবং ভিত্তি-রেখা সমীক্ষা Baseline Surveys পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম আয়োজন করা। এছাড়া হস্ত-পুস্তিকা (Hand Book) ও প্রশিক্ষণ মডিউল (Training মডিউল) প্রস্তুত করা।

৩। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-Learning Process) এবং শিখনের ফল (Learning Outcome)-এর উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করার জন্য প্রভাব সমীক্ষা (Impact Studies) পরিচালনা করা।

৪। প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা (Guidline) প্রকাশ করা।

RMSA-এর অধীনে CTE-কে আরও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। CTE-কে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (District education officer)-এর সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয়তার উপরে নিবিড় পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে হবে। সমীক্ষা চালানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি খুঁজে বার করতে হবে। যেহেতু CTE-গুলির মধ্যে দূরত্ব অত্যধিক বেশি নয় তাই তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে একে অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে

পারবেন। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পদগত অভাব দূরীভূত হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য পর্যাপ্ত সহায়তা দান করতে হবে যাতে করে CTE-গুলি প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত হয়ে ওয়েবিনার (Webinars) ও ভিডিয়ো কনফারেন্সিং আয়োজন করতে পারে।

■ ৩.৮ স্টেট কাউন্সিল অব্ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (State Council of Educational Research and Training–SCERT) :

সাধারণভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকার ১৯৬৩ সালে বিভিন্ন রাজ্যে State Institute of Education তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রাথমিক স্তরে মাত্র কয়েকটি রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠান চালু হলেও পরবর্তীকালে তা প্রতিটি জেলা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি কিছু কিছু রাজ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা, বৃত্তিগত নির্দেশ ও পরামর্শদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষিকৃত কিছু প্রতিষ্ঠান, কিছু এজেন্সি এবং কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। ফল স্বরূপ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রক এই সকল কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে একত্রিত করে একটি মাত্র নির্দিষ্ট সংস্থায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব পেশ করে। এই সংস্থার নামকরণ করা হয় State Council of Educational Research and Training বা SCERT)। প্রকৃতপক্ষে State Institute of Education গুলিকে SCERT তে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে। যদিও অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৬৭ সালে SCERT প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু রাজ্যে SIE কেই পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে SCERT তে পরিণত করা হয় এবং তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়।

SCERT হল স্বশাসিত সংস্থা। NCERT ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্বলিত এটি হল রাজ্যস্তরীয় সংস্থা। এর প্রধান হলেন সংস্থার নির্দেশক (Director)। এর পরিচালন সমিতির প্রধান (Chairman) হলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যস্তরে বিদ্যালয়গুলির জন্য পরিকল্পনা রচনা, বাস্তবায়ন এবং এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটিই সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। পাঠক্রম রচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও SCERT বিশেষ নজর দেয়।

প্রতিটি SCERT এর পৃথক পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো থাকলেও সাধারণত নিম্নলিখিত বিভাগগুলি প্রতিটি SCERTতে থাকে—

(১) প্রাক্‌বিদ্যালয় এবং প্রারম্ভিক শিক্ষাবিভাগ। (Dept. of Pre-school and Elementary Education)

(২) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাবিভাগ। (Dept. of Non-formal Education)

(৩) শিক্ষা গবেষণা বিভাগ এবং বিশেষ করে নবীকরণ প্রকল্প (Dept. of Education Research and specially renewal Project)

(৪) বিজ্ঞান ও গণিতশিক্ষা বিভাগ (Dept. of Science & Mathematics Education)।

(৫) জনসংখ্যা শিক্ষা বিভাগ (Dept. of Population Education)।

(৬) চাকুরিকালীন শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ (Dept. of In-service Teacher Education)।

(৭) শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ (Dept. of Educational Technology)।

(৮) পরীক্ষা সংস্কার এবং নির্দেশনা বিভাগ (Dept. of Examination Reform and Guidance)।

(৯) গবেষণা সমন্বয়, কলা এবং নান্দনিক শিক্ষাবিভাগ (Dept. of Research co-ordination, Art & Aesthetic Education)।

(১০) বয়স্ক শিক্ষা এবং দুর্বল শ্রেণির শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ (Dept. of Adult Education & Education for weaker sections) ।

(১১) প্রকাশনা বিভাগ (Dept. of Publications)।

❖ ৩.৮.১ SCERT-এর কার্যাবলি (Functions of SCERT) :

বিভিন্ন রাজ্যে SCERT নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে থাকে—

(১) শিক্ষক, প্রশাসক এবং শিক্ষাবিদদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

(২) নতুন শিক্ষাগত কৌশল এবং পদ্ধতি চালু করা।

(৩) District Institute of Education and Training (DIET) এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং নির্দেশনা দেওয়া।

(৪) বিভিন্ন State Councils of Education, Regional Institute of Education এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

(৫) IED Centre এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রতিবন্ধী শিশুদের শনাক্তকরণ।

(৬) শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্দেশনার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(৭) শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা খুঁজে বের করে তার সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করা।

(৮) বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের জন্য শিক্ষণ-শিখন উপকরণ (Teaching-Learning material) প্রস্তুত করা।

(৯) শিক্ষাগত মূল্যায়নের উন্নতি ঘটানোর জন্য শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

(১০) বিদ্যালয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা।

(১১) প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য হস্তলেখা বিষয়ক (Calligraphic) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

❖ ৩.৮.২ পশ্চিমবঙ্গে SCERT (SCERT in West Bengal) :

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০ সালে SCERT প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় বিগত পঁয়ত্রিশ বছর যে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য NCERT সহযোগী সংস্থা হিসেবে এটি কাজ করে চলেছে। এ রাজ্যে SCERT যে কাজগুলি করে তা, হল—

(১) বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তৎসহ জীবনব্যাপী প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা এবং শিক্ষণ শিখনের উন্নয়নের মূল কাণ্ডারী হিসেবে এটি কাজ করে।

(২) প্রাক-বিদ্যালয় স্তর, প্রারম্ভিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর—এই সকল স্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ এবং নূতন ধারণাদানের কাজ করে।

(৩) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষকদের/ প্রশিক্ষকদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

(৪) শিক্ষক, পরিদর্শক এবং আধিকারিকজনের সর্বাঙ্গীণ পেশাগত উন্নয়নের জন্য এবং সরাসরি শিক্ষাদানের আয়োজন করে।

(৫) প্রাক্-বিদ্যালয়, প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক—এই সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য পাঠক্রম প্রস্তুত ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করে।

(৬) প্রাক্-বিদ্যালয় এবং প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত সেবাকেন্দ্রগুলি (Extension Service centers) কর্মের মধ্যে সুসমন্বয় গড়ে তোলে।

(৭) শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষা চালানোর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা চিহ্নিত করে এবং তার সমাধানের সূত্র বের করে।

(৮) সকল শ্রেণির এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সাম্য এবং পারস্পরিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিদর্শক, আধিকারিক এবং শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্য সকল ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন সাধন করে।

সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য SCERT নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

(৯) বিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ডকে (Board of School education) মূল্যায়ন সংক্রান্ত পরামর্শ দান করা।

(১০) শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান সেমিনার (Science Seminar) আয়োজন করা।

(১১) জেলা এবং রাজ্য স্তরে বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজন করা।

(১২) জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দান করা।

(১৩) বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা দূর করা।

(১৪) বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার সাক্ষরতাকে জনপ্রিয় করা।

(১৫) জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষায় (Population Education) বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক পুনমূল্যায়ন করা।

(১৬) পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা।

(১৭) শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালীন দৃশ্য-শ্রাব্য (Audio-Visual) শিক্ষণ প্রদীপন যথাযথ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করা।

(১৮) বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পুনমূল্যায়ন করা, সংশোধন করা, সংযোজন করা এবং সমৃদ্ধিশালী করা।

(১৯) পাঠ্যপুস্তক সমস্যার ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালানো এবং সমাধান সূত্র বের করা।

(২০) সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা।

(২১) কলা এবং সংস্কৃতিকে শিক্ষার সঙ্গে একাত্ম করবার জন্য প্রকল্পের আয়োজন করা।

(২২) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় সংহতিমূলক ক্যাম্প বা শিবিরের আয়োজন করা।

■ ৩.৯ ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউট অব্ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (District Institute of Education and Training–DIET) :

প্রারম্ভিক শিক্ষার সর্বজনীনকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষা— এই দুটি বিষয় ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নের দুটি বিশেষ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এই উভয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং জেলা স্তরে একটি সংগঠন তৈরি করার কথা বলা হয়। যা উপরিউক্ত দুটি ক্ষেত্রকে সহায়তা করবে। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে জেলা স্তরে District Institute of Education and Training (DIET) তৈরি করা হয়। প্রারম্ভিক শিক্ষাক্ষেত্রের শিক্ষকদের Pre-service এবং In-service প্রশিক্ষণের জন্য কোর্স চালু করা এবং বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ধারাবাহিক শিক্ষার আয়োজন করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। DIET Guidelines (1989) -এ সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—To provide academic and resource support at the grass roots level. For the success of the various strategies and programme being undertaken in the areas of elementary (and Adult) education."

এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য জেলাভিত্তিক DIET-এর অধীনে একটি করে জেলা সম্পদ একক (District Resource Unit বা DRU) গঠন করা হয়। যদি ওই নির্দি জেলায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এবং প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ২০০-এর বেশি হয়। কেন্দ্র DIETকে তার কার্যে যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে।

❑ **DIET-এর শিক্ষামূলক বিভাগ** (Academic Branches of DIET) :

প্রতিটি DIET-এর প্রশাসনিক ক্ষেত্র ছাড়াও আরও ৭টি ক্ষেত্র রয়েছে। এগুলি হল—

(১) Pre-Service শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

(২) In-Service শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

(৩) বয়স্ক এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার জেলা স্তরীয় সম্পদ একক (District Resource Unit)।

(৪) পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা (Planning and Management)।

(৫) শিক্ষা-প্রযুক্তিবিদ্যা এবং In-service Programme বা কর্মসূচি।

(৬) কর্ম-অভিজ্ঞতা (Work Experience)।

(৭) পাঠক্রমিক বিষয়বস্তু প্রস্তুতি এবং মূল্যায়ন।

❑ **DIET-এর কর্মীধারা** (Staffing Pattern of DIET) :

১৯৮৮ সালের DIET-এর কর্ম সম্পাদনের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয় শিক্ষার নির্দেশ (Director of School Education) কর্মী নিয়োগ এবং কর্মীধারা সংক্রান্ত একটি প্রস্তা পেশ করে। এর উপর ভিত্তি করেই সরকার DIET পিছু একজন অধ্যক্ষ, ৭জন সিনিয়া লেকচারার, ১৪ জন লেকচারার এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে স্বীকৃতি দে ১৯৮৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর। প্রতিটি DIET-এর প্রধান হবেন অধ্যক্ষ এবং মানব সম্প মন্ত্রকের (MHRD) নির্দেশে DIET পরিচালিত হবে।

❖ **৩.৯.১ DIET-এর কাজ** (Function of DIET) :

প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের জন্য DIE শিক্ষাগত এবং সম্পদগত সহায়তা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত দুটি ক্ষেত্রে DIE পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সাংগঠনিক দিক থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির কা একটি মডেল হিসেবে কাজ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) অনুসারে প্রতিটি DIET তিন ধরনের কর্মসম্পাদন করতে হয়। যথা—

(ক) **নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন ধারণা দান** (Give training and orientation) :

(১) প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের।

(২) প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় জট (School Complex)-এর প্রধান এবং ব্লক স্তরের শিক্ষার আধিকারীকদের।

(৩) প্রথা বহির্ভূত এবং বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত পর্যবেক্ষক এবং আধিকারীকদের।

(৪) শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো বোর্ডের সদস্য, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, কমিউনিটি বা জন সম্প্রদায়ের নেতা, যুব এবং স্বেচ্ছাসেবক, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী।

(৫) প্রথম দুটি ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নিয়োজিত Resource Persons।

In-Service বা চাকুরিকালীন ও ধারাবাহিক বা continuing শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষককে যথা সম্ভব দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সম্পদশালী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠন কার্যকরী করে তোলা হল DIET-এর অন্যতম লক্ষ্য।

(খ) **শিক্ষামূলক ও সম্পদকেন্দ্রিক সহায়তা প্রদান** (Provide academic and resource support) :

DIET-এর দ্বিতীয় কাজটি হল জেলাগুলিতে প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত এবং সম্পদগত সহায়তা প্রদান করা। এক্ষেত্রে DIET যে সহায়তা প্রদান করে তা হল—

(১) বিস্তৃতিমূলক কার্যাবলি (Extention activities) এবং ক্ষেত্রগত মিথস্ক্রিয়া (Interaction in the field)।

(২) শিক্ষক এবং নির্দেশদানকারীদের শিক্ষণ কেন্দ্র (Learning Center) এবং শিক্ষামূলক সম্পদ (Academic Recourse)-এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা।

(৩) আঞ্চলিক চাহিদা অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা সহায়ক প্রদীপণ এবং মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন হাতিয়ার (Evaluation tools) প্রস্তুত করা।

(৪) প্রারম্ভিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এবং প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মূল্যায়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।

এছাড়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা যেসকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় তার সমাধান করা বা সমাধান কৌশল খুঁজে বের করার কাজ করে থাকে DIET। এজন্য পর্যায়ক্রমিক সাক্ষাৎকার, আলোচনাচক্র, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা; পত্রিকা, পুস্তিকা, গবেষণা সারাংশ প্রভৃতির প্রকাশ করা, ভিডিয়ো এবং অডিয়ো ক্যাসেট, স্লাইড ইত্যাদি প্রস্তুত করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলি DIET করে থাকে, যাতে বাস্তবিক শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা দূরীভূত হয়ে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।

(গ) **Action Research** : নির্দিষ্ট জেলার আঞ্চলিক সমস্যা দূর করে প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য DIET Action Research, ক্ষেত্র

সমীক্ষা (Field Studies), পরীক্ষা (Experimentation) প্রভৃতি আয়োজন এবং পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে মূল নজরে থাকে সেই সকল দল বা গোষ্ঠী যারা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, যেমন—বালিকা এবং নারী, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বসতিবাসী, শিশু শ্রমিক, দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ এবং শারীরিক অথবা মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরা। গবেষণার মাধ্যমে এই সকল গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি, তাদের শিক্ষালয়ে ধরে রাখা এবং শিক্ষাদান সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান কৌশল আবিষ্কার করা DIET-এর অন্যতম কাজ।

ক্ষেত্র বিশেষে গবেষণা কার্য পরিচালনার পাশাপাশি DIET প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগের কাণ্ডারী হিসেবেও কাজ করে। বিভাগীয় স্তরে, রাজ্য স্তরে, জাতীয় স্তরে, প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং নৈকট্য স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে DIET।